গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নদী সেল শাখা
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীসহ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণরোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর ৩৪ তম সভার কার্যবিবরণী ।

সভাপতি	ঃ	শাজাহান খান, এমপি মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	ঃ	০১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ টায়
সভার স্থান	ঃ	নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের সম্মেলনকক্ষ।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট 'ক'।

০২। সভাপতি সভার শুরুতে উপস্থিত জনাব শামসুর রহমান শরীফ, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়; জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, সভাপতি, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং উপস্থিত সকল মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম,অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সকলকে স্বাগত জানান এবং সভার কার্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য জনাব মোঃ দেলওয়ার হায়দার, যুগ্মসচিব কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ দেলওয়ার হায়দার, যুগ্মসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বিগত ৩৩ তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর তিনি বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে নদীর ফোরশোর এর জমির খাজনা বিআইডব্লিউটিএ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে নেয়া যাবে না শীর্ষক আলোচনায় সভাপতি উপস্থিত সকলের মতামত ও পরামর্শ আহবান করেন।

০৩। সভায় ৩৩তম সভার "নদীর ফোরশোর জমির খাজনা অন্য কারো কাছ থেকে নেয়া যাবে না" সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপত্তি জানানো হয়। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, বর্তমানে ছোট-বড় মিলিয়ে আনুমানিক ৫০০ টি নদী আছে। সব নদীতে জোয়ার-ভাটা নেই। ভূমি অফিস নদীর

চলমান পাতা-০২

মধ্যে জেগে ওঠা ব্যক্তিমালিকানাধীন চরের খাজনা নিয়ে থাকে। ঘোষিত বন্দরের খাজনা নিবে বিআইডব্লিউটিএ। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর বলেন যে, যেখান থেকে নদী ভাঙ্গবে সেটা নদীর ফোরশোর। নদীর মালিকানা বিষয়ে আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জেলা প্রশাসক, ঢাকা বলেন যে, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক পরিশোধকৃত অর্থ খাজনা হবেনা; বিআইডব্লিউটিএ কে যেহেতু লীজ দেয়া হয়েছে তা খাজনার পরিবর্তে লীজ মানি হবে। ব্যক্তি নামে রেকর্ড হয়ে থাকলে খাজনা হিসেবে নেয়া যাবে। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, Desputed Land হলেও খাজনা নেয়া যাবে না। নদীর বাইরে গেলে Port Act অনুযায়ী নদীর সীমানা Bank থেকে ১৫০ গজ রেখে ফোরশোর বলা যায়।

০৪। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, বর্ষা মৌসুমে নদীতে স্রোত থাকে। যতটুকু পারা যায় ততটুকু নিয়ে কাজ করতে হবে। ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গাঁ নদী খনন শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনসহ সকলে মিলে নদীর পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। দিন দিন মাটি ভরাট হয়ে অবৈধ দখলদার নদী সরু ও গভীরতা কমে যাচ্ছে তাই নদী খনন করে নদীকে বাচাঁতে হবে।

০৫। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন যে, ঘোষিত নদী বন্দরের ফোরশোর এলাকার জমির লীজ মানি বিআইডব্লিউটিএ পরিশোধ করে থাকে বিধায় অন্য কেউ উক্ত খাজনা পরিশোধ/গ্রহণ করতে পারবে না মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, জুনাব শামসুর রহমান শরীফ একমত পোষণ করেন।

০৬। আলোচ্যসূচী-১ এর বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে জানানো হয় যে, জরীপ অধিদপ্তর থেকে নকশা তুলে জেলা প্রশাসকদের সরবরাহ করার নিমিত্ত সংশোধিত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চাহিদাকৃত ২৫ (পচিঁশ) লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর জানান মুন্সিগঞ্জ ছাড়া ঢাকার আশেপাশ জেলার ৮৭৬টি নকশাশীট প্রস্তুত আছে। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক (০১) সপ্তাহের মধ্যে নকশা সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

০৭। আলোচ্যসূচী-৩ এর বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, ঢাকার চতুর্দিকে ৯৫০০ টি পিলার আছে। উচুঁ এবং নীচু ভূমিতে স্থাপিত পিলারের পরিমাপ হবে ০৫ ফিট বাই ০৫ ফিট এবং উচুঁ ভূমির উচ্চতা হবে ১৬ ফিট ও নীচু ভূমির উচ্চতা হবে ১৫ ফিট। উচুঁ ভূমির পিলার বেইস এর উপর এবং নীচু ভূমির পিলার প্রতিস্থাপিত হবে পাইলিং ক্যাপ এর উপর, সকল পিলারের আকৃতি হবে পিরামিডের

চলমান পাতা-০৩

ন্যায়। পিঁলার চুরি রোধে পূববর্তী টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সকল পিলারে কোন লোহা থাকবেনা; আরসিসি ঢালাইয়ে তৈরী হবে। বন্যার সময় পিলারের অংশ পানির উপরে থাকবে কিনা এ বিষয়ে মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জানতে চান। মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন যে, পাইলিং করে পিলার স্থাপন করলে পিলার ভাঙ্গবে না। ০৩ বছর যাবৎ টাস্কফোর্সের সভা করা হলেও বাস্তবে কার্যক্রমের অগ্রগতি হয়নি মর্মে তিনি সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নদী ড্রেজিং এর দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

০৮। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতার কথা কার্যবিবরণীতে উল্লেখ না থাকায় আপত্তি উত্থাপন করেন। সে প্রেক্ষিতে মাননীয় নৌপরিবহন মন্ত্রী বলেন যে, অবৈধ স্থাপনাসমূহ অবশ্যই ভেঙ্গে দিতে হবে। এক্ষেত্রে অবৈধ স্থাপনাসমূহ ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এর নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকগণ এবং বিআইডব্লিউটিএ যৌথভাবে সম্বন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের টাস্কফোর্স কমিটি কো-অর্ডিনেট করবে।

০৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ বলেন যে, ইতোপূর্বে সীমানা পিলার নির্মাণ ও জরীপ কার্য সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু পিলারসমূহ সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়নি। সকলকে নিয়ে জরীপ হলেও পিলার স্থাপনের সময় বিআইডব্লিউটিএ'র আপত্তি ছিল। কিন্তু গণপূর্ত অধিদপ্তর তা এখনও সঠিক স্থানে স্থাপন করে নাই। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, নদী স্বীকৃত ম্যাপ ধরে লাইন টানতে হবে। সঠিকভাবে জিপিএস জরীপ করা হয়েছিল এবং প্রাথমিকভাবে ১৩টি অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করা হয়েছে। আদালতে জরীপের ম্যাপ জমা দেয়া হয়েছে। মাননীয় আদালত এর মতামত নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১০। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এ মর্মে জানান যে, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নিমিত্ত গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সকল দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে । মাইকিং, পথসভা এবং উঠান বৈঠক করার জন্য বলা হয়েছে। গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পুলিশ বাহিনীকেও অনুরোধ করেন।

১১। মাননীয় মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জেলা পরিষদের সদস্যকে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি মাসে একটি করে সভা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় একমত পোষণ করেন এবং বেদখলকৃত জমি পুনঃ উদ্ধার এর বিষয়ে প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মতামত দেন।

চলমান পাতা-০৪

১২। প্রকল্প পরিচালক, চামড়া শিল্প নগরী বলেন যে, চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সাভারস্থ চামড়া শিল্প নগরী পরিদর্শনকালে নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ৩০ টি ইউনিট চালু ছিলো। বর্তমানে ইটিপি'র মাধ্যমে ৮০% বর্জ্য পরিশোধন করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা করছে। তিনি বলেন যে, শিল্প নগরী সংলগ্ন নদীর পানিতে ক্রোমিয়ামযুক্ত বর্জ্য এর মাত্রা ২২ এর উপরে: স্বাভাবিকমাত্রা ০২ থাকার কথা।

১৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন, হালদা নদীর পানি নানাভাবে দূষিত হওয়া এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় হালদা নদীর সমস্যা সমাধানের উপায় বিষয়ে ০৪ টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং আলোচনার ভিত্তিতে ২৯টি সুপারিশ করা হয়েছে। হালদায় বর্তমানে কোন মাছ পোনা ছাড়ে না। তিনি হালদা নদীকে ন্যাশনাল হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণার দাবী জানান। তিনি হালদা নদীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্লুইচগেট/রাবার ড্যাম অপসারণ এবং যান্ত্রিক জলযান চলাচল বন্ধ করার সুপারিশ করেন।

১৪। নদীর অবৈধ জায়গা থেকে ধর্মীয় স্থাপনা স্থানান্তরের বিষয়ে চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) জন ধর্মীয় নেতার তালিকা পাওয়া গেছে। অচিরেই সকল ধর্মীয় নেতা, খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিআইডব্লিউটিএ সম্বন্বয়ে একটি সভা আয়োজনের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৫। জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় সভাপতি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বলেন যে, তুরাগ নদীর উভয় পাশে অসংখ্যা অবৈধ স্থাপনা আছে। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ বলেন যে, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণে সিএস অনুযায়ী নয়; আরএস ধরে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বলেন যে, রীট পিটিশন পর্যালোচনায় দেখা যায় সিএস, আরএস, আকার এবং আয়তন ০৪ (চার) টি বিষয় বিবেচায় নিয়ে সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। আইনানুযায়ী আরএস রেকর্ড কে আদালত বিবেচনায় রেখেছে। তিনি আরো বলেন, নদীর বর্তমান রেকর্ড ধরে কাজ করতে হবে। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর বলেন যে, আরএস রেকর্ড বিবেচনায় নিতে হবে; সিএস ধরে করা যাবে না। তিনি আরো বলেন যে, আদালতের সামনে সমস্যা তুলে ধরার সুযোগ আছে।

চলমান পাতা-০৫

১৬। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	"জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এক (০১) সপ্তাহের মধ্যে জরীপ অধিদপ্তর থেকে নকশা তুলে জেলা প্রশাসকদের সরবরাহ করবে।"	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর।
২।	"জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সঠিক স্থানে সীমানা পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে।"	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। বিআইডব্লিউটিএ। ৩। গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৩।	"পুনঃ জরীপের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নদীর দুই পাড়ে সকল প্রকার স্থাপনা নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে"।	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। বিআইডব্লিউটিএ। ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ গাজীপুর/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ।
৪।	"বিআইডব্লিউটিএ'র উল্লিখিত ১৩ টি অবৈধ স্থাপনা অবিলম্বে ভাঙ্গতে/অপসারন করতে হবে।"	১। বিআইডব্লিউটিএ। ২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ গাজীপুর/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ।
৫।	"ধর্মীয় স্থাপনা বিষয়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।"	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। বিআইডব্লিউটিএ।
৬।	"জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলনের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।"	চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।
৭।	"নদীর তীরে পুনরায় অবৈধ স্থাপনা তৈরী বন্ধের জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের প্রেসক্রাইবকৃত নির্ধারিত ছকে পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।"	১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। ২। বিআইডব্লিউটিএ। ৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ গাজীপুর/মুন্সিগঞ্জ/মানিকগঞ্জ।

১৭। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ ঃ ১৩/০২/২০১৭ ইং।
(শাজাহান খান, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও
সভাপতি, টাস্কফোর্স।

চলমান পাতা-০৬